بسم الله الرحمن الرحيم

**নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৬ই জুন, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তির উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে জামা'তকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যেমন উপকারিতা রয়েছে তদ্রুপ কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যা কষ্টদায়ক। বর্তমানে আহমদী বিরোধীরা এই মাধ্যম ব্যবহার করে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে চরম অশালীন বক্তব্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমনসব কথা বলে যা শুনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে এর উত্তরে কোনো কোনো আহমদীও অমার্জিত উত্তর প্রদান করে থাকেন। যদিও তাদের হৃদয় পরিস্কার থাকে, তথাপি অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলেন যা বিরোধীরা আপত্তিকরভাবেও উত্থাপন করতে পারে। কাজেই আমাদের এরূপ করা উচিত নয়, একজন আহমদীর এমন কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

হুযূর (আই.) বলেন, অনেক সময় বিরোধীরা বলে, আমরা নাকি মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পবিত্র সাহাবী (রা.)-দের অবমাননা করি, নাঊযুবিল্লাহ্। অথচ আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা রয়েছে, এর কোটিভাগের একভাগও তারা অনুধাবন করতে পারবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর পুস্তকাবলীর বহু স্থানে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের প্রশংসায় এরূপ উচ্চমার্গের কথা বলেছেন যা তারা চিন্তাও করতে পারে না। কাজেই, আমাদের এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত যা আমাদের অবস্থানকে সন্দেহপূর্ণ করতে পারে বা ভুল ধারণা সৃষ্টি করতে পারে।

হুযূর (আই.) বলেন, হয়ত অনেক আহমদী করে মনে করেন, আমরা এমনটি বলে আত্মাভিমান প্রদর্শন করছি। কিন্তু এটি আত্মাভিমান নয়, বরং অজ্ঞতাপূর্ণ আচরণ। যদি কোনো আহমদী এমন কথা বলে যার ভুল অর্থ হতে পারে, তবে সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তকে কলঙ্কিত করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **তারা আমাদেরকে গালমন্দ করে, আমাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তিরষ্কার করে, কিন্তু আমি তাদের গালির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না; কেননা তারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগ হয়ে এ কাজ করছে। অতএব, বিরোধীদের এরূপ হীন পন্থা অবলম্বন করার কারণ হলো, তাদের কাছে কোনো যুক্তি বা জবাব নাই।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তের সদস্যদের উপদেশ দিয়ে বলেন, **তোমরা তাদের গালমন্দ শুনে ধৈর্য ধারণ করো, কখনো গালির উত্তরে গালি দিও না বরং ধৈর্য ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় দাও। নিশ্চয়ই মনে রাখবে, ক্রোধ ও উত্তেজনায় ভয়ানক শত্রুতা নিহিত থাকে। যখন ক্রোধ জাগে, তখন বিচারশক্তি অকার্যকর হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, তাকে এক প্রকার নূর দেওয়া হয়, যা তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে নতুন জ্যোতি সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ক্রোধের কারণে শুধু অন্ধকারই বৃদ্ধি পায়।**

হুযূর (আই.) বলেন, অতএব আমাদেরকে সর্বদা এই শিক্ষা দৃষ্টিপটে রাখা রাখা উচিত। কোনো কোনো আহমদী স্বপ্রণোদিত হয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নামধারী মোল্লা ও

আহমদী বিরোধীদের আপত্তির উত্তর দিতে আরম্ভ করে। তাদের এ থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি উত্তর দিতেই হয়, তবে জামা'তের আলেম বা জামা'তের সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া উচিত, যাতে উত্তর সুস্পষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ হয়। হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা যা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা— তা অনুসরণ করুন। নতুবা জামা'তের সদস্য হয়েও জামা'তকে কলঙ্কিত করার কারণ হবেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে অহংকারী ও মিথ্যা আত্মাভিমান প্রদর্শনকারীদের কবল থেকে রক্ষা করুন। আমরা যদি সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত থাকি, সুন্দরভাবে নামায আদায় করি এবং এমন বিনয় প্রদর্শন করি যাতে আল্লাহ্‌র আত্মাভিমান জাগ্রত হয়, তাহলে আমরা তাদের আপত্তির উত্তর দেওয়ার চেয়েও উত্তম ফল পাবো। অতএব, প্রত্যেক আহমদীকে এমন কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিত যা শত্রুকে অকারণে অধিক আপত্তির সুযোগ করে দেয় যে, আহমদীরা এটা বলেছে বা সেটা বলেছে। আমাদের আচরণ অত্যন্ত উন্নত ও মহান হতে হবে। যার আচরণ উন্নত নয়, সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। তাই আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। প্রত্যেকে আত্মজিজ্ঞাসা করুন, ভুল পন্থায় উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন এবং বিরোধীদের সকল অনিষ্ট থেকে জামা'তকে রক্ষা করুন। আমীন।

**[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]**

**(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)**